ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণা

আদিপুস্তক ১৯.১৫-২৯ পদ

আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায় পাঠ করার পর আমরা সাধারণত একে ঈশ্বরের চরম বিচারের নির্মম প্রকাশ বলেই মনে করে থাকি। আমাদের ঈশ্বর, যিনি তাঁর বাক্যের দ্বারা নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তিনি অবশ্যই ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক। তিনি কখনও অন্যায় বা পাপকে প্রশ্রয় দেন না, কিম্বা আন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন না। তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, আমাদের পাপের বিচার করে থাকেন ও শাস্তি দিয়ে থাকেন। মোশি ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রশংসা করে এমন কথা বলেছেন, *"তিনি শৈল, তাঁহার কর্ম সিদ্ধ, কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁহাতে অন্যায় নাই; তিনিই ধর্মময় ও সরল"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২.৪)।

কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঈশ্বরকে কেবল ধার্মিকতার ঈশ্বর বলেই মনে করি, তাহলে বাইবেলে প্রকাশিত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথার্থ নয়। বাইবেলের প্রতিটি পাতায় যিনি নিজেকে আমাদের কাছে মেলে ধরেছেন, আমাদের সেই ঈশ্বর একাধারে বিভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী। সেই সমস্ত বিভিন্ন বৈশিষ্টের মধ্যে ধার্মিকতা হল একটি বৈশিষ্ট মাত্র। আমাদের ঈশ্বর যদি কেবল ধার্মিকতার অধিকারী হতেন, এবং তিনি যদি সর্বশক্তিমান না হতেন; তাহলে তিনি কখনও তাঁর সেই ধার্মিকতাকে বাস্তবায়িত করতে পারতেন না। কারণ তা বাস্তবায়িত করতে হলে, যে ক্ষমতার প্রয়োজন, তা তাঁর থাকত না, যদি তিনি সর্বশক্তিমান না হতেন। ঠিক একইভাবে, তিনি যদি কেবল সর্বশক্তিমান হতেন এবং ধার্মিকতা বলে তাঁর কিছু না থাকত; তাহলে আমাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠত (আমরা এক অন্যায়ী, যা ইচ্ছা তাই করেন, এমন বেপরোয়া গুণ্ডার খপ্পরে পড়তাম)। না, আমাদের ঈশ্বর একধারে ধার্মিক ও সর্বশক্তিমান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তিনি প্রেমময়, দয়াময়, করুণাময়, অনুগ্রহশীলও বটে। ঈশ্বর নিজে মোশির কাছে নিজের বৈশিষ্টের কথা এইভাবে উল্লেখ করেছেন, *"সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়ারক্ষক; অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী"* (যাত্রা ৩৪.৬, ৭ক)। কিন্তু শাস্ত্রের এই অংশ পাঠ করার পর, কেউ যদি ঈশ্বরকে কেবল দয়া, মায়া, ভালোবাসা ও ক্ষমায় পূর্ণ এক দাদু হিসাবে চিন্তা করেন (যিনি সর্বদা তার নাতিদের অন্যায় আবদার শুনে থাকেন ও তাদের পাপ দেখে চোখ বুজে থাকেন); তাহলে তিনিও বাইবেলের ঈশ্বরকে এখনও চেনেননি। উপরের ওই পদেরই শেষে ঈশ্বর নিজের পরিচয় দিয়ে মোশিকে বলেছেন, *"তিনি অবশ্য পাপের দণ্ড দেন, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তান"* (যাত্রা ৩৪.৭খ)। তাই, আমরা যেন কখনও ঈশ্বরের কেবল একটি বৈশিষ্টের উপর জোর না দিই; পরিবর্তে তাঁর সামগ্রিক বৈশিষ্টকে চিন্তা করি।

আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায়েও আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা বা ন্যায়বিচারের পাশাপাশি তাঁর করুণা তথা অনুগ্রহকে দেখতে পাই। সদোম ও ঘমোরার মানুষের জীবনে নৈতিকতার মারাত্মক অবক্ষয় তথা পাপ জীবনকে ঈশ্বর প্রশ্রয় দেননি। তাদের সেই পাপ জীবনের ন্যায্য বিচার তিনি আনয়ন করেছিলেন। মাত্র ১০জন ধার্মিকেরও উপস্থিতি যখন সেই নগরে মেলেনি, তখন আকাশ থেকে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষন করে সেই সমস্ত নগর ও তাতে বসবাসকারী সমস্ত লোক এবং সেই মাটিতে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বর উৎপাটিত করেন (২৪-২৫ পদ)। এই বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ কেবল এই অঞ্চলের জনবসতি যে ধবংস হয়েছিল, তা নয়। সদোম ও ঘমোরার মানুষদের পাপের বিচার হিসাবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিষ্ফলা জমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই, এই জমিতে পরবর্তীকালে যে ফল ফলত, তা ছিল অখাদ্য, বিষময়, তিক্ত (২য় বিবরণ ৩২.৩২)। ২৮ পদ অনুসারে, সদোম ও ঘমোরার মাটিতে দীর্ঘকাল ধরে আগুন জ্বলে ছিল, যা এর মাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্টকে ধবংস করে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করেছিল।

এইভাবে, মানুষের পাপের প্রতি ঈশ্বরের বিচারের পরিণাম প্রকৃতির উপরও পড়ে এবং সেই অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়। আবার লোটের স্ত্রীও যদিও সদোম থেকে মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সে যখন ঈশ্বরের আদেশকে আমল না দিয়ে সদোমের সাচ্ছন্দ ও আভিজাত্যের মায়ায় পেছনে তাকিয়ে ছিল, ঈশ্বরের মহাবিচার তার প্রতি নেমে এসেছিল, *সে লবণস্তম্ভে রূপান্তরিত হয়েছিল* (২৬ পদ)।

ঈশ্বরের এমন মারাত্মক বিচারের কথা শুনে আমরা সকলেই শিহরিত হতে বাধ্য। একে অতীতের পাতা থেকে তুলে আনা ইতিহাস বলে আমরা তুচ্ছজ্ঞান করব না;কারণ, আমরা যেন ভুলে না যাই যে, *সদোম ও ঘমোরার প্রতি যে বিচার ঈশ্বর করেছিলেন, তা তিনি আমাদের প্রতিও যে করতে পারেন,* তা যীশু স্পষ্ট ভাষায় আমাদের বলেছেন (লুক ১৭.২৮-৩০)। তিনি আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, আমরা যদি কফরনাহূমের মতো তার বিভিন্ন অলৌকিক কাজ দেখেও তাঁকে বিশ্বাস না করি, তবে শেষে বিচারের দিনে *আমাদের দশা সদোমের থেকেও মারাত্মক হবে* (মথি ১২.২৩-২৪)। জাগতিক সম্পদের পেছনে আমরা যারা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে চলেছি, আমাদের প্রত্যেককে যীশু সতর্ক করে বলেছেন, *আমরা যেন লোটের স্ত্রীকে স্মরণ করি* (লুক ১৭.৩২)।

এই দিক থেকে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের মারাত্মক, চরম বিচার দেখে ভয় পাই। এই ভয় আমাদের পাপ থেকে দূরবর্তী জীবন-যাপন করতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঈশ্বরকে এমন রুদ্রমূর্তি ধারণকারী মহাশক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের সবসময় ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতে হবে। আমরা তাঁর সেবা করব ঠিক কথা, কিন্তু তা তাঁকে ভালোবেসে নয়, কিন্তু ভয়ে;যেমন অন্য বিশ্বাসের মানুষেরা করে থাকে।

না, আমাদের ঈশ্বর আমাদের ভয় দেখিয়ে জোর করে আমাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেন না। তিনি আমাদের ভালোবাসেন, দয়া করেন, করুণা প্রদর্শন করেন। দুর্দশা ও যাতনাগ্রস্ত মানুষ আমাদের প্রতি তিনি তাঁর করুণা দেন (২ শমূয়েল ২৪.১৪); কেবল শাস্তি পাবার যোগ্য যে আমরা, তিনি আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ দেখান (রোমীয় ৩.২৩-২৪); তিনি আমাদের মনপরিবর্তন আশা করে আমাদের প্রতি তাঁর দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন (২পিতর ৩.৯); আমরা যখন শক্তিহীন বা ভক্তিহীন ছিলাম, পাপী ছিলাম, শত্রু ছিলাম, তখন তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন (রোমীয় ৫.৬-১১)।

আদিপুস্তক ১৯.১৫-২২ পদেও মারাত্মক বিচারের চরম শাস্তির মধ্যেও আমাদের ঈশ্বরের করুণা ও অনুগ্রহ ফুটে উঠেছে। ১৬ পদে *সদাপ্রভুর স্নেহের* কথা বলা হয়েছে; ১৯ পদে *ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মহাদয়ার* কথা বলা হয়েছে; ২১ পদেও *অনুগ্রহের* কথা বলা হয়েছে। ১৫ পদে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'জন স্বর্গদূত লোটকে তার স্ত্রী ও দু'জন কন্যাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সদোম ত্যাগ করতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু ১৬ পদে আমরা দেখতে পাই যে, লোট ও তার পরিবার তাদের সদোমের মায়া কাটিয়ে পা বাড়াতে ইতস্ততঃ করছে। তখন সেই স্বর্গদূতেরা তাদের হাত ধরে নগরের বাইরে নিয়ে গেল। স্বর্গদূতেরা লোটের প্রতি কেন এমন আচরণ করেছিল? এর উত্তরে বাইবেল বলে, "*লোটের প্রতি সদাপ্রভুর স্নেহ প্রযুক্ত।*" লোটের এই বিপদের দিনে ঈশ্বর কেবল স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে লোটকে সাহায্য করেননি, ১৭ পদে আমরা দেখতে পাই যে তিনি নিজে তাদের নগর থেকে বের করে বলছেন, *"পালাও, পেছনে তাকিয়ো না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকো না, পর্বতে পালাও"*।

লোটের প্রতি ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন এখানেই শেষ নয়। ঈশ্বর যখন তাদের পর্বতে পালাতে বলেন, তখন লোট এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলে। লোট ভুলে গেল যে ঈশ্বর সোয়র পর্যন্ত সদোম ও ঘমোরার সমস্ত সমতল ভূমিকে (যা লোটের চোখে *"সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়"* এবং *"মিশর দেশের ন্যায়"* মনে হয়েছিল, ১৩.১০) ধবংস করতে চলেছেন; তাই তিনি লোটকে পাহাড়ে পালাতে বলেছেন। কিন্তু লোট ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মহাদয়ার কথা বলে পাহাড় নয় কিন্তু সোয়র নগরে যেতে ঈশ্বরের কাছে অনুমতি চাইল। এখন সোয়র নগরও ধবংস হওয়ার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লোটের এই প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রাহ্য করলেন এবং লোটকে বললেন, *"আমি এবিষয়েও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে, ওই যে নগরের কথা বললে, তা উৎপাটন করব*

না" (২১ পদ)। এর আগে ১৮ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম অব্রাহামের অনুরোধে ঈশ্বর ১০জন ধার্মিকের উপস্থিতি দেখে সদোম-ঘমোরার সমতলভূমিকে উচ্ছিন্ন না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি, লোটের অনুরোধে সোয়রকে উৎপাটন করা থেকে ঈশ্বর বিরত হলেন। ঈশ্বর কেন এমন কাজ করেন? বাইবেল এর উত্তর দেয়, "*তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে।*" এই একই কথার পদধ্বনি আমরা ২৯ পদেও দেখতে পাই, *"ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ করে . . . সেই সমস্ত নগর উৎপাটনকালে . . . লোটকে উদ্ধার করলেন।"*

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পিতৃতুল্য কাকার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ (১৩.১-১৩); যে ব্যক্তি স্বর্গদূতদের রক্ষা করতে গিয়ে নিজের অবিবাহিত মেয়েদের পর্যন্ত পাড়ার লোকদের হাতে তুলে দেবার কথা বলে (৮ পদ); যে ব্যক্তি জাগতিক সম্পত্তি ও আভিজাত্যের মায়ায় সদোম ত্যাগ করতে ইতস্ততঃ করে (১৬ পদ), তার প্রতি ঈশ্বর কীভাবে এমন করুণা প্রদর্শন করতে পারেন। আমাদের চুলচেরা বিচারে লোট ঈশ্বরের করুণা বা অনুগ্রহ পাবার অযোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে লোট করুণা পেয়েছে। তাহলে কি ঈশ্বরের বিচার অন্যায্য?

লোটের মতো আমরা কেউই ঈশ্বরের করুণা পাবার যোগ্য নই। আমরা কেউই আমাদের সৎ জীবন বা কর্মের দ্বারা তাঁর করুণা অর্জন করতে পারি না। আমরা যদিও যোগ্য নই, তথাপি তাঁর করুণা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তা ছাড়া আমরা কেউই উদ্ধার পেতে পারি না। সেই উৎপাটন থেকে রক্ষা পাবার কোন যোগ্যতা লোটের ছিল না, তাই তার প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহের। এ হল ঈশ্বরের অপূর্ব মহত্ত্ব! তিনি আমাদের সৎকাজ দেখে নয়, কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তাঁর অনন্ত পরিকল্পনায় যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে পরিত্রাণ করতে তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন। তাই, অব্রাহাম যেমন কোন কাজের জন্য নয় কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকগণিত হয়েছিলেন (আদি ১৫.৬); দূর্বলতা থাকা সত্ত্বেও, এই একই কারণে, ঈশ্বর লোটকেও ধার্মিকগণিত করেছিলেন (২পিতর ২.৭-৮)। এই একই কারণে, আমি ও আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছি, তিনি আমাকে ও আপনাকে তাঁর সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। আমরা কেউই যোগ্য ছিলাম না, কোনওদিনও যোগ্য হব না; তবুও আমরা তাঁর প্রকৃত সন্তান। ঈশ্বরের করুণা বা অনুগ্রহই তা সম্ভ ব করেছে।

আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা অনেক সময়ই ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি আঙ্গুল তুলে থাকি। এমন ভাব দেখিয়ে থাকি যে, *"আমি যদি ঈশ্বর হতাম, তাহলে অনেক বেশি ন্যায় সাধন করতাম বা দয়া দেখাতাম।"* মনে রাখতে হবে, আমরা যারা এমন কথা চিন্তা করে থাকি, তারা বাইবেলের ঈশ্বরকে এখনও তাঁর যথার্থ স্থান দিতে পারিনি, বাইবেলের ঈশ্বর কে বা তিনি কেমন ব্যক্তি, তার বিন্দু মাত্র জ্ঞান আমাদের নেই। তাঁর ন্যায় অগাধ ভালোবাসার পাশাপাশি ন্যায় বিচার প্রদর্শণ কখনও কোনও মানুষ চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। পৌল ঈশ্বরের প্রজ্ঞার কথা বলেছেন, *"আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন বোধাতীত! তাঁর পথসকল কেমন অননুসন্ধেয়!* (রোমীয় ১১.৩৩)। তাই তিনি জলপ্লাবন থেকে নোহের জাহাজের যাত্রীদের উদ্ধার করেছেন, দুঃর্ভিক্ষ থেকে যোষেফের মাধ্যমে ইস্রায়েলের পরিবারকে রক্ষা করেছেন, মেষের রক্ত দিয়ে মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করেছেন। কালভেরীতে যীশুর আত্মোৎসর্গের দ্বারা বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে রক্ষা করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ আমাদের কল্পনাতীত!"